সংবাদ

তারিখ ... 15 OCT 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষা কর্মকর্তার যোগসাজশে পীরগাছায় কোচিংবাণিজ্য

সংবাদদাতা, পীরগাছা (রংপুর)

সরকারি নিয়মনীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের যোগসাজশে রংপুরের পীরগাছায় কতিপয় শিক্ষক রমরমাটভাবে কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

সরেজমিনে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, উপজেলার কতিপয় শিক্ষক আগের মতোই প্রাইভেট পড়ান ও কোচিং ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন। এর বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অজ্ঞাত কারণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন না। উপজেলার প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সব পেশা ছেড়ে শিক্ষকতা পেশা ঠিক রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান সংবলিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সেই চিঠি কার্যকর হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষকরা নামমাত্র বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকলেও তাদের মূল পেশা হচ্ছে কোচিং, প্রাইভেট, বীমা, ব্যবসাসহ নানা কাজ। আর এসবের কারণে শিক্ষকরা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ঠিকমত পাঠদান না করে তাদের নিজস্ব কাজে ব্যস্ত থাকেন। এমনও শিক্ষক আছেন যারা সব সময় বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে চলে এসে প্রাইভেট পড়ানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন।

অপরদিকে গত সোমবার কাশিয়াবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়, পাওটানাহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নেকমামুদহাট উচ্চ বিদ্যালয়সহ বেশকিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকালে ও রাতের শিফটে কোচিং ব্যবসার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এসব কোচিং সেন্টারে শিক্ষার বদলে কিশোর-তরুণরা খোশ গল্প, আড্ডা, অশ্লীল ভিডিও ক্লিপ লেনদেনসহ নানা কার্যক্রমে ব্যস্ত। কথিত শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের একটা কাজ করতে দিয়ে নিজেরা অন্যকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর সেই সুযোগই কাজে লাগায় কোমলমতি শিশু কিশোররা।

এছাড়া প্রকাশ্যে বাসা ভাড়া নিয়ে টুল-টেবিল বসিয়ে সকাল থেকে রাত অবধি কোচিং পরিচালনা করা হচ্ছে। উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেতে পর্যন্ত এই ব্যবসা চলছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অজ্ঞাত কারণে দেখেও না দেখার ভান করছেন।

কতিপয় শিক্ষক আগের মতোই প্রাইভেট পড়ান ও কোচিং ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন

অভিযোগ রয়েছে, অনেক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রধানরা এসব কোচিং পরিচালনার সঙ্গে জড়িত। তাদের নাম ও পদবি ব্যবহার করে কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রীদের প্রলুব্ধ করছে। বিনিময়ে প্রধান শিক্ষকরা পেয়ে থাকেন মোটা অঙ্কের মাসোহারা। অনেকে স্কুলের কক্ষ, ফ্যান, লাইট, টুল-টেবিল ব্যবহার করে কোচিং সেন্টার পরিচালনা করছেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা ওইসব আয় থেকে নিজেরা একটি অংশ পান বলে তারা নিশ্চুপ থাকেন বা শিক্ষকদের পক্ষে সাফাই গান।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার চঞ্চল কুমার ভৌমিক তার যোগসাজশের বিষটি এড়িয়ে যান এবং তিনি এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি।